ঝিনাইদহে শিশুদের নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রকোপ, হাসপাতালে ভর্তি

ঝিনাইদহে বেড়েছে শিশুদের নিউমোনিয়া, জ্বরসহ শ্বাসতন্ত্রের রোগের প্রকোপ। প্রতিদিন সদর হাসপাতালে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন শিশু ভর্তি হচ্ছে। হাসপাতালে শয্যা আর জনবল সংকটে বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। হাসপাতালের কক্ষগুলোর মেঝে ও বারান্দায় রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে শিশুদের। প্রতিদিন নতুন করে শিশু ভর্তি হওয়ায় দিন দিন জায়গার সমস্যা বেড়েই চলেছে। হাসপাতালে যত শিশু রোগী ভর্তি আছে তার বেশিরভাগই নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত। ৪০ শয্যার বিপরিতে চারগুন বেশী রোগী ভর্তি থাকায় স্বল্প জনবলে চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের।

গত অক্টোবর মাস থেকে শিশু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন হাসপাতালে নতুন করে ৪০ থেকে ৫০ জন শিশু ভর্তি হচ্ছে। বেশিরভাগ শিশু রোগীর ৭০ ভাগই নিউমোনিয়া, জ¦রসহ শ^◌াসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত। এমন সমস্যায় আক্রান্ত শুধু সদর হাসপাতালাই নয়, সরকারি শিশু হাসপাতালসহ স্থানীয় প্রাইভেট হাসপাতাল গুলোতেও বেড়েছে এ রোগীর সংখ্যা।

হাটগোপালপুর এলাকার মশিয়ার রহমান জানান, আমার সন্তানকে হাসপাতালে আনলে দেখি রোগী রাখার কোন বেড খালী নেই। তাই কোন উপায়ন্ত না পেয়ে অবশেষে হাসপাতালের মেঝেতে রেখে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে।

সুফিয়া নামের এক নার্স জানান, হাসপাতালে কম সংখ্যক জনবল নিয়ে এত রোগীর চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছি আমরা। তারপরও সাধ্যমত চেষ্টা করছি সকল রোগীর চিকিৎসা দিতে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কনসালট্যান্ট (শিশু ওয়ার্ড) ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জানান, শিশুকে ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে বাঁচাতে অভিভাবকদের সচেতনতার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য মতে, ২৫০ শয্যার হাসপাতালে বর্তমানে শিশু ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি রয়েছে ১৪০ জন। গত এক মাসে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিউমোনিয়ার সাথে অন্যান্য সমস্যায় ২ টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মাত্র একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা।

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সম্পাদক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করার অভিযোগ মেডিকেল অফিসার ডাঃ হিরার বিরুদ্ধে।

জানাগেছে, কয়েক দিন ধরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। হঠাৎ শনিবার সকালে অবস্থার অবনতি হলে সকালে তাকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষে তার ডেঙ্গেু পজেটিভ ধরাপড়ে। এসময় রোগীর পরিবারের লোকজন স্বাস্থ্য বিভাগের বহির্বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক হীরা খাতুনের নিকট ব্যবস্থা পত্র দেখাতে গেলে তিনি ব্যবস্থা পত্র না দেখে ছুড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ করছেন পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে মেডিকেল অফিসার ডাঃ হীরা খাতুন বলেন, চিকিৎসাপত্র ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। আমি ওটা সাইডে সরিয়ে রাখছিলাম। এছাড়া ও আজ শনিবার এই রোগী দেখার দায়ীত্ব আমার না। স্থানীয় লোকজন জানান, ডা: আচারন খারাপ হয়েগেছে। শুধু আজ এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয় এর আগেও রুগীদের প্রতি অবহেলা সহ অসদআচরন করা হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়লে খুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পরিবারের লোকজন, স্থানীয়রা সহ ছাত্রলীগের সদস্যরা চিকিৎকের অপসারনসহ দৃষ্টান্ত মুলক সাস্তির জন্য মানব বন্ধন করবে বলে জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মরত অনেকে তার বিরুদ্ধে খারাপ আচারন করার অভিযোগ তোলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, বিষয় টি দুঃখ জনক রোগী দেখার দায়ীত্ব সকল চিকিৎসকের। আমি আগামি কালের মধ্যে হীরাকে ওখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করবো।

গাংনীতে প্রেমিকার আত্মহত্যার খবরে প্রেমিকেরও বিষপান

প্রেমিকা রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে প্রেমিক রিংকুও বিষপান করে হাজির হলেন মৃত প্রেমিকার বাড়িতে। প্রেমিক রিংকুকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ায়।
রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে। রিংকু একই উপজেলার দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে। সে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল আযহার আগের দিন রুবিনা খাতুনের বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের সৈকত আলীর ছেলে সবুজের সাথে।
ঈদের পর দিন স্বামী সহ রুবিনা খাতুন মায়ের বাড়িতে অষ্টমঙ্গলে আসে। বিয়ের ৫ দিনের মাথায় আজ সোমবার সকালে রুবিনা নিজ কক্ষের আড়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে রিংকুও বিষপান করে রুবিনার বাড়িতে এসে হাজির হন।
জানা গেছে, রুবিনা তার নানা বাড়ি দেবিপুর গ্রামে থেকে লেখাপড়া করতো। রিংকুর কাছে প্রাইভেট পড়ার সূত্র ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জানা জানি হলে রুবিনার পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে জোর করে বিয়ে দেন। বিয়ে মেনে না নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে রুবিনার মা সুমাইয়া খাতুন বলেন, আমার মেয়ে হঠাৎ করেই আত্মহত্যা করেছে। রিংকুর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা আমরা আমরা কিছুই জানিনা।

খবর পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হৃদরোগ আক্রান্ত, হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এ্যাড. আব্দুস সালাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গত সোমবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে সেখানে ভর্তি করা হয়। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা ও শারিরীক অবস্থার খোজ নিতে মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতারা তাকে দেখতে যান।

মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহবুব আলম শান্তি, সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখনসহ বেশ কয়েকজন নেতা তাঁকে দেখতে যান এবং শারিরীক খোজ খবর নেন। তাঁর শারিরীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলেও জানান।

মেহেরপুরে গলায় ফাঁস লেগে ১ শিশু আহত

মেহেরপুরে রিক্সা চলাকালীন চাকার সাথে ওড়না প্যাচের কারণে গলায় ফাঁস লেগে আতিকা (১০) নামের ১ শিশু আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (খামার বাড়ি ) সামনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, আতিকা মেহেরপুর সদর উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আমজাদ হোসেনের মেয়ে। গ্রাম থেকে গোভিপুরে নানার বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তায় তার এই ঘটনা ঘটে। সাথে থাকা ভাই তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এখন আহত আতিকা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

রোগী দেখতে গিয়ে এখন নিজেরাই হাসপাতালের বেডে

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের চকশ্যামনগর নামক স্থানে ট্রাকের সাথে বিদ্যুৎচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মেহেরপুর হাসপাতালের নৈশ্যপ্রহরী রেজাউল মল্লিকসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার ইব্রাহিম শেখ (৫০), বায়োজিদ হোসেন (২৫), ঝর্ণা খাতুন (৩৫), রেজাউল মল্লিক (৫৫) ও অটোচালক মুজিবর রহমান ।

ইব্রাহিম শেখ মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ইন্নাল শেখের

ছেলে ও ঝর্ণা খাতুন ইন্নাল শেখের স্ত্রী। এছাড়া অটো চালক মুজিবুর রহমান সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে।

আজ শনিবার (২৫ জুন) বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় সদর উপজেলার নতুনগ্রাম ও চকশ্যামনগর গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা জানান, মুজিবনগর থেকে ইজিবাইকযোগে মেহেরপুর শহরে আসার সময় চকশ্যামনগর ও নতুনগ্রামের মাঝামাঝি মাঠের মধ্যে পৌছানো মাত্র বিপরীত থেকে যাওয়া একটি একটি চলন্ত ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকটি রাস্তার উপর উল্টে পড়ে। এতে অটোযাত্রী সকলেই আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেন।

আহতরা বর্তমানে আড়াই শয্যা বিশিষ্ট মেহেরেপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতদের মধ্যে ইব্রাহিম শেখ, বায়োজিদ হোসেন, ঝর্ণা খাতুন একই পরিবারের। তাদের এক নিকটাত্মীয় ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত। তাকে হাসপাতালে দেখতে এসে নিজেরাই এখন হাসপাতালে ভর্তি হলেন।